দৈনিক ইত্তেফাক

২৩/৩/২০০৫

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

চরম আর্থিক সংকট ॥ বাজেট ঘাটতি ৫ কোটি টাকা

সকল প্রকার লোক নিয়োগ বন্ধ

হোসেন আল মামুন ॥ চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত হইবার প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চিঠির প্রেক্ষিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত জুলাই মাস হইতে সকল প্রকার লোক নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তবে পদোন্নতির প্রক্রিয়া চালু রহিয়াছে। মঞ্জুরী কমিশনের চিঠিতে দুই বছরের জন্য সকল নিয়োগ বন্ধ রাখার কথা বলা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২/৩ বছর যাবৎ চরম আর্থিক সংকট চলিতেছে। বড় ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা এবং এক সময়ে ব্যাপক হারে পদের অতিরিক্ত লোক নিয়োগ এই আর্থিক সংকট চরমে পৌছার কারণ। সংকট এমন পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি টাকা। সূত্র জানায়, বিজ্ঞান অনুষদের শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর বেতন (১৩শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

রাজস্ব খাত হইতে অনুমোদিত না হওয়ায় উন্নয়ন খাত হইতে প্রদান করায় এ বাবদ বিপুল অর্থ ব্যয় হওয়ার কারণে বাজেট ঘাটতি হইতেছে। দীর্ঘ দুই বছরেরও অধিককাল যাবৎ উক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতা উন্নয়নখাত হইতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়টি ঝুলিয়া রহিয়াছে। সূত্র আরও জানায়, চাহিদা মাফিক সরকারী অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া, '৯৯-২০০০ সালের দিকে ব্যাপকহারে পদের অতিরিক্ত লোক নিয়োগ, প্রায়শঃ ভবন গাড়ী ইত্যাদি ভাংচুরের ঘটনায় বিপুল আর্থিক ক্ষতি, অনিয়ন্ত্রিত আনুষঙ্গিক ব্যয়; চুরি, অনিয়ম-দুর্নীতি ইত্যাদি নেতিবাচক কার্যকলাপ চরম অর্থ সংকট পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

এদিকে বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর লুৎফর রহমান গত বছরের ২০শে অক্টোবর দায়িত্বগ্রহণের পর হইতে পদের অতিরিক্ত লোক নিয়োগ বন্ধ, অবৈধ পদোন্নতি বন্ধ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি চালুসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়নের যথাসাধ্য চেষ্টা চালাইতেছেন বলিয়া সূত্র জানায়। এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার ড. মসলেম উদ্দিন আইন ও বিধি মোতাবেক কার্যাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা দিতেছেন। ইহাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত কল্যাণকামী হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক প্রশাসনকে সহায়তা ও সমর্থন দিতেছে। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সমর্থক দুইটি বিশেষ গ্রুপ পৃথকভাবে প্রশাসন হইতে চাকুরীসহ নানাবিধ সুবিধা আদায় করিতে বেশ কিছু কৃত্রিম সংকটও চাপ সৃষ্টি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরী করিয়াও ভিসির অনড় অবস্থানের কারণে স্বার্থ হাসিলে সফল হয় নাই। তবে তাহাদের তৎপরতাও থামিয়া নাই।

অপরদিকে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ হওয়ায় চিহ্নিত অবৈধ চাকুরী ব্যবসায়ী চক্রের ব্যবসায়ে রীতিমত ধস নামিয়াছে। মাথায় হাত পড়িয়াছে দেড় শতাধিক লগ্নিকারীর। ক্যাম্পাসের আশে-পাশের এলাকা, দূর-দূরান্ত হইতে আগত চাকুরী প্রার্থী এবং অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর আত্মীয় এই লগ্নিকারীর মধ্যে রহিয়াছে যাহারা উক্ত চক্রের নিকট লক্ষ-লক্ষ টাকা লগ্নি করিয়াছে চাকুরী প্রাপ্তির আশায়। চাকুরীর আশায় জমি-জমা, সহায়-সম্বল বিক্রয় করিয়া অনেকের এখন পথে বসার উপক্রম হইয়াছে। একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্রনেতাদের সমন্বয়ে এই অবৈধ চাকুরী ব্যবসায়ী চক্র কাজ চালাইয়া থাকে। এই অবৈধ চাকুরী ব্যবসা বন্ধে ভিসির নির্দেশে গঠিত একটি কমিটি কাজ করিতেছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসে এক শ্রেণীর শিক্ষক ও ছাত্রনেতার যোগসাজশে প্রথমে বিনা বেতনে লোক খাটানো হয়। পরে বিপুল অংকের টাকা লেনদেন করিয়া প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া তাহাদেরকে চূড়ান্ত নিয়োগ দিয়া এক ধরনের রমরমা ব্যবসা চালান হইতেছে। ভিসি এই ধরনের তথাকথিত কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়াছেন।